দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৫ JUL 2015
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

গোপালগঞ্জে ৭ হাজার নন-এমপিও শিক্ষকের ঘরে ঈদ আনন্দ নেই

নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশন জানায়, গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ৭ হাজার নন এমপিও শিক্ষক রয়েছে। তাঁরা জেলার হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। কিন্তু বছরের পর বছর বিনা বেতনে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন

■ এহিয়া খালেদ, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে ৭ হাজার নন এমপিও শিক্ষকের ঘরে ঈদের আনন্দ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে যোগদানের পর থেকেই তাদের সরকারি অংশের বেতন নেই। প্রতিষ্ঠান থেকে তার যা পান তা যাতায়াত ভাড়ায় চলে যায়। কোন রকমে প্রাইভেট পড়িয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তারা অশেষ কষ্টের মধ্যে দিন কাটান। সারা বছরই চরম অভাব-অনটনের মধ্যে তাদের সংসার চালাতে হয়। ঈদের মতো উৎসব এলে তাদের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। এ বছরের ঈদও নন এমপিও শিক্ষদের নীরবে-নিভৃতে কেটে যাবে।

নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানায়, গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ৭ হাজার নন এমপিও শিক্ষক রয়েছে। এরা জেলার হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছে। কিন্তু বছরের পর বছর বিনা বেতনে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

কাশিয়ানী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. জইন উদ্দিন বলেন, আমরা সরকারি অংশের বেতন ভাতা পাই। আমাদের পক্ষেই ঈদ করা কঠিন। আর যারা বেতন ভাতা পান না, তাদের পক্ষে ঈদ করা একেবারেই দুষ্কর।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এশারত আলী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। এ সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেটে ব্যাপক বরাদ্দ দিয়েছে। বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষকের সুবিধা, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমসহ সব ধরনের কাজ করছেন। নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারীরাও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মতো কাজ করে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু তারা কোন সুবিধা পাচ্ছে না। ঈদ করতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে এ শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করবেন বলে আশা প্রকাশ করছি।